কবিতাসমগ্র

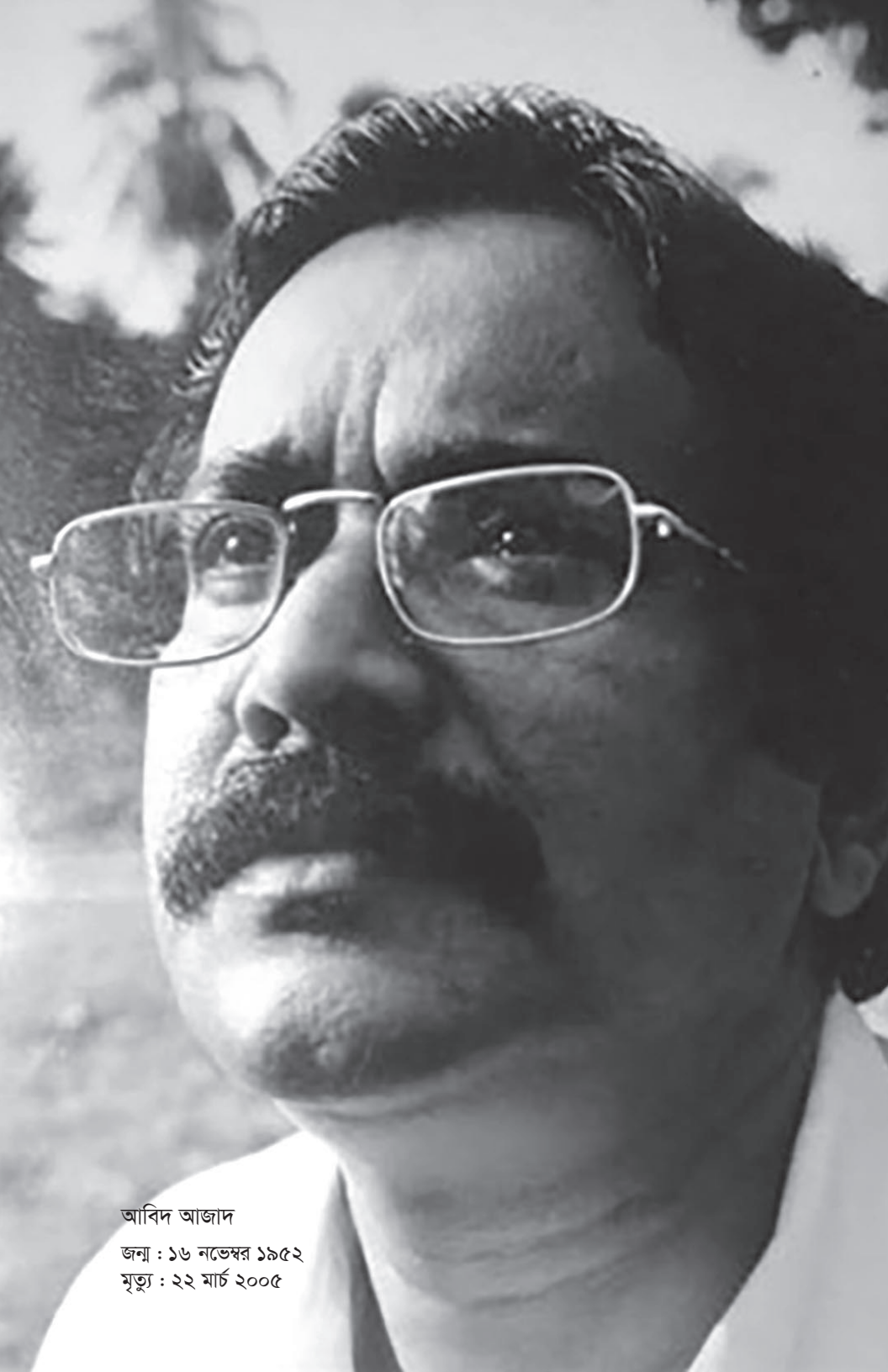

আবিদ আজাদ

জন্ম : ১৬ নভেম্বর ১৯৫২
মৃত্যু : ২২ মার্চ ২০০৫

কবিতাসমগ্র

আবিদ আজাদ

কবিতাসমগ্র
আবিদ আজাদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : ১৪ এপ্রিল ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
আহনাফ আবিদ, আহরাফ আবিদ

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ১০০০ টাকা

KABITASAMAGRA by Abid Azad Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: 14 April 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 1000 Taka RS: 1000 US 40 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97683-1-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনেঅর্ডারকরুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
বন্ধুবরেষু

আমার কথা

আঙুলের কড়ে গুনলে আমার কবিতা লেখালেখির বয়স বছর-তিরিশ। কবিতার লাল ফাঁদে পড়েছিলাম হয়তো তারও একটু আগেই। সে সময়টা ঝাপসা। ঠিক প্রস্তুতির পর্বও বলা যাবে না। বরং আমি সরব ছিলাম মৃদু রাজনীতিতেই। বামধারার রাজনীতির প্রচণ্ড স্বপ্নময় জালের রৌদ্রোজ্জ্বল ঝলকানির মধ্যে শৈশব পার হয়ে বহির্মুখী কৈশোরক মুগ্ধতায়, এক সময়, যখন সামাজিক দায়, শ্রেণিগত শোষণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসূত্র এবং আর্থবৈষয়িক বিষয়াদি অকালকুষ্মাণ্ডের মতো ভালবেসে ফেলছি, তখনই, যৌবনের নিঃসঙ্গতার পহেলা সিঁড়িতে পা রাখার মুহূর্তে, এক কিশোরীর কুহকী প্রেম আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছিল তার তীক্ষ্ণ নখে। আর সেই নখ-বেঁধা রক্তক্ষরিত অবস্থা থেকে অত্যল্পদিনের মধ্যেই আমি ছিঁড়ে পড়ে যাই আমার ব্যক্তিগত ঝঞ্ঝায়, প্রথম তুমুল আত্মনির্জনতায়, কবিতার আসল খপ্পরে। আমার সমকালীন ও প্রতিশ্রুতিশীল শত্রু এবং মিত্র, বন্ধু এবং অবন্ধু—যাদের জন্ম ১৯৫২'র রক্তপ্রহরে কিংবা একটু এদিক-ওদিকে, তাদের সবার জন্যেই বোধ হয় তদানীন্তন সময়, সমাজ ও স্বদেশ এরকম এক দুরারোগ্য দুর্জ্ঞেয় অবস্থান রচনা করে রেখেছিল। দুধারি তরবারির মতো। বাইরের মনভোলানো টানও প্রবল। ভিতরের দিকে ফিরে দৌড়ে যাবার ঝলমলানিভরা আত্মগত রাস্তার গ্রাসও অপরাভূত। আমারও দশা হলো সেইরকম অকথিত। বাইরে যা কিছু দেখি, অবলোকন করি—ভিতরে বসে রংবেরঙের টুকরো রঙিন নিজের কাচে ফেলে ছকে-ছকে মিলাই; মজে যাই ব্যবচ্ছেদে। স্মৃতি হয়ে ওঠে আমার প্রধান আহার্য। কবিতা তার মুঠোর অদৃশ্য গোল আয়না মেরে মেরে আমাকে পাগল করে ফেলতে থাকে।

১৯৭০ সাল। আমি পা রাখলাম এক স্তব্ধতা থেকে আরেক তপ্ত স্তব্ধতায়। কম্পমান একটা শিশিরের মতো এক ছোট্ট মফস্বল থেকে এসে পড়লাম মস্ত শহরে। এই ঢাকা শহর তখন আমার কাছে জরি-চুমকির মতো ঝলমলে কবিতার রাজধানী। এমনি কোনো এক সময়ে, মনে মনে, কার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার গন্তব্য, একমাত্র ভবিষ্যৎ। না, মোক্ষম হাতিয়ার কখনোই ভাবিনি আমি কবিতাকে। বরং ভেবেছি আত্মরক্ষামূলক জুতসই নিভৃতি। নিভৃতি কিন্তু যোগাযোগহীন নয়। কবিতা শেষমেশ একধরনের যোগাযোগ স্থাপনের কাজ বেশ সাফল্যের সঙ্গেই করে—নিজেকে নিজের এবং অন্যের

কাছে হাজির করার গোপন-তাড়নায় পথে নেমে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমারও। খুবই মৃদুভাবে কখনো কখনো মনে হয়েছে—সংসারের আর সব কাজেকর্মে যতটা অপটু আমি—এখানে, এই স্বনির্বাচিত কাটাকুটির ভুবনে, কবিতার এই বিব্রতকর ও আত্মক্ষয়ী একাকী শ্রমে ততটাই মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারছি। দশটা-পাঁচটার চাপ নেই। শীত-গ্রীষ্ম নেই। কোনো ছুটিছাটা নেই। ইয়ার এন্ডিং নেই। উটকো-ঝুটকো পেরেশানি নেই মোটে। সন তারিখ লিখে রাখারও তাড়া বোধ করি না। এই স্বাচ্ছন্দ্য যেমন আমি উপভোগ করেছি জীবনের গভীর মজার মতো—ঠিক তেমনিভাবে, মাঝে মাঝে, মনে হয়েছে, কোথায় স্বাধীনতা—এ যে আত্মনির্মিত আরেক কারাগার। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্তদের মতোই কয়েদ কাটে কবি। এখানে কবিতা পায় না প্রাকৃতিক রৌদ্র ও বৃষ্টির পুষ্টি। আমি তখনই ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছি জীবন ও কবিতার শর্তযুক্ত শৃঙ্খলা এবং যান্ত্রিক বিশৃঙ্খলাও। আর আশ্চর্য হয়ে দেখেছি—কবিতা আর ছাড়ছে না আমাকে। ভাবি, কী দুর্মতি হয়েই না সাতপাঁচ কিছুই না ভেবে কব্জিসুদ্ধ টেনে ধরেছিলাম কবিতার হাত। জানি, নিজের রচনার প্রতি প্রেম একটা পিঁপড়ে কিংবা একটা তেলাপোকারও থাকে। থাকাটাই স্বাভাবিক। আমারও আছে। যে দিন তা একেবারেই শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে—ভাবি, আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো অব্যবহৃত নির্জন রাস্তাই তো খোলা পাব না সেদিন। অনেক সময়, নিজের সব কবিতা তুচ্ছ মনে হয়। খুব আবর্জনার মতো লাগে। মনে হয় একটা যোগ্য লাইনও লিখতে পারিনি আজো। আসল সত্যিটা এবার বলি, এই ব্যর্থতার খাঁড়ি এবং আতঙ্কের ব্রিজটা পার হওয়ার জন্যই পৃথিবীর আর সব কবির মতো আমিও লিখি। লিখে লিখে ভুলে থাকি অর্থহীন জীবনকে—ভুলে থাকি ততধিক অর্থশূন্য মৃত্যুকে।

এইসব লেখালেখির মধ্যে মাঝে মাঝে খুব অবাকও হই, যখন দেখি, এমন কিছু অত্যন্ত গুণী, বিদগ্ধ শ্রদ্ধাভাজন, উৎসাহী বন্ধু এবং শুভার্থী পাঠক আছেন—যাঁরা আমার কবিতা পছন্দ করেন। নিঃসন্দেহে এঁরাই আমার মেধাবী পাঠক এবং গভীর সমালোচক। আমার সমস্ত কবিতার বোঝাপড়া আমার নিজের সঙ্গে এবং এঁদের সুমিত ও প্রজ্ঞাশীল রুচির সঙ্গে। ১৯৭০-২০০০, এই সময়-পরিসরে তেরোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে আমার। রুটিন বেঁধে লিখিনি কোনোদিন। লিখেছি সবসময়। যখন খুশি তখন যেমন খুশি তেমন লিখেছি। আনন্দও পেয়েছি। সৃজনের মুখে পাথর-চাপা-পড়া সাময়িক নিরানন্দ বন্ধ্যা সময়ও পার করে এসেছি মাঝে মাঝে। দিন মাস বছরের সেসব দারুণ বন্ধ্যাত্বের নিষ্ফলা দিনরাত্রির খর্খরে ভূচিত্রাবলি আবার একসময় বর্ণে গন্ধে চিত্রে ছন্দে গদ্যে পাগলের মতো মাথার ভিতর প্রবল স্বপ্নের ঝড়ঝাপটা নিয়ে জেগে উঠেছে কবিতারই বসন্তের হাতের দয়ায়। কবিতার নতুন আক্রমণ শেষমেশ ভুলিয়ে দেয় সব আকালের স্মৃতি, পাশবিক

অনিদ্রা, স্রোতহীন বোবা ও অপারগতার লোশম সাহচর্যের দাগ। আমিও ভুলেছি। লিখেছি আবারও। কেন লিখি বা লিখছি বা কেন আরো লিখব তার প্রবল জবাব আমার কাছে মজুত আছে অবশ্যই। কিন্তু এই ভূমিকায় সে প্রসঙ্গ নয়। আমার এযাবৎকালের কাব্যগ্রন্থসমূহ কবিতাগুলো এক মলাটের অধীনস্থ করার ছোট্ট একটা কারণ আছে। ১৯৭৬ থেকে ২০০০-এর মধ্যে প্রকাশিত আমার সর্বমোট তেরোটি কবিতার বইয়ের কোনোটার কপিই বাজারে নেই। সাম্প্রতিকতম কবিতাগ্রন্থও নিঃশেষ প্রায়। আমার গুণগ্রাহী শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ, সমসাময়িক বন্ধু ও অনুজপ্রতিম কেউ কেউ পুরনো বইগুলোর পুনর্মুদ্রণের কথা মনে করিয়ে দেন প্রায়ই আমাকে। আমি তাঁদের মতামত এবং ভালবাসার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু, এই তীব্র প্রকাশনা-সংকটের সময়ে আলাদা আলাদাভাবে কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থের পুনঃসংস্করণের চেয়ে একসঙ্গে এক মলাটের মধ্যে সংগ্রথিত করে সবগুলি বই একত্রে প্রকাশিত হলে আর্থিকভাবে পাঠকদের জন্যই বেশি লাভজনক হবে, মনে করি। এমন একটা ভীরু ও কায়েমি ধারণা আমাদের দেশে চালু আছে যে কোনো কবিরই পঞ্চাশ/ষাট বা ততধিক কোনো সাদা ও লবেজান বয়সে না পৌঁছার আগে সংগ্রহ বা সমগ্র ধরনের কিছুর প্রকাশ অনুচিত। এই ধারণাটি খুবই অযৌক্তিক ও অহেতুক আত্মতাচ্ছিল্যদুষ্ট—আমার মনে হয়। অন্যদিকে 'শ্রেষ্ঠ' বা 'নির্বাচিত' ধরনের কোনো সংকলনের পক্ষে কিছুতেই আমি আমার মনের সায় আদায় করতে পারি না। কারণ 'শ্রেষ্ঠ' বা 'নির্বাচিত' কবিতা বাছাইয়ের কাজটি যতদূর সম্ভব সময় নিয়ে করাই ভাল। বরং আরো ভাল হয়—যদি এই বাছাইপর্বের সঙ্গে ঘটানো যায় কবির প্রকৃত বিযুক্তি। তাতে করে হাতে থাকবে আরো অনেক বেশি জ্যোতির্ময় ও স্বচ্ছ সুবিধা। এইসব কারণেই ১৯৯১-এ 'আবিদ আজাদের কবিতা' এবং ২০০১-এ এই 'কবিতাসমগ্র' প্রকাশের সাহস ও যুক্তি জুগিয়েছে। আমার তিন দশকের কবিতার এই বিনয়ী সংগ্রহ আর কোনো কারণে নয়, কেবল একটি একক গ্রন্থে, বিরাজিত দুর্মূল্যের কালে যতটা সম্ভব ক্রয়সাধ্য করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই।

এবার সংকলন সম্পর্কে অন্য দু-একটি কথা। কবিতা-গ্রহণের বেলায় আমি আমার কাব্যগ্রন্থগুলোর কয়েকটি কবিতা বাদ দিয়েছি। সাময়িক স্থগিত বা বহিষ্করণ নয়, এই পরিবর্জনের কাজ আমি সচেতনভাবে এবং চিরদিনের জন্যই করেছি। ঐ ত্যাজ্যকৃত কবিতাগুলো তাদের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থেই থেকে যাবে—আর কোনোদিন অন্যত্র পত্রস্থ হবে না। এই 'কবিতাসমগ্র'-এর সংযোজনায় আছে দুটো কবিতানাট্য। একটি বেশ সুপরিসর, অন্যটি নাতিদীর্ঘ। রচনাকাল ১৯৮৩ এবং ১৯৯০। 'লালচোখ' মুদ্রিত হয়েছিল কবি মুস্তফা আনোয়ারের লিটল ম্যাগাজিন 'সিদ্ধার্থ' এবং 'সুন্দর' আমার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'শিল্পতরু'র ঈদসংখ্যা ১৯৯০-এ। ইতোমধ্যে প্রকাশিত

আমার কোনো কাব্যগ্রন্থে এই কাব্যনাট্যদ্বয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে ১৯৯১-এ প্রকাশিত 'আবিদ আজাদের কবিতা'য় সংযুক্ত করে দিয়েছিলাম। এবার, 'কবিতাসমগ্র'-এও এদের স্থায়ীভাবে গ্রন্থস্থ করে রাখা হলো। ভবিষ্যতের আর কোনো স্বতন্ত্র কাব্যসংকলনেই মুদ্রিত হবে না এগুলো। আর, প্রুফ সংশোধনীর সময় আমি যৎসামান্য পরিবর্তন করেছি কোনো কোনো কবিতার। কাজেই, আগ্রহী পাঠকের কাছে পূর্বজ কাব্যগ্রন্থের দু-একটি কবিতার সঙ্গে বর্তমান সংকলনভুক্ত সেইসব কবিতার ঈষৎ পরিবর্তন ধরা পড়বেই।

এছাড়া, আপাতপূর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে পাঠক, সমালোচক এবং সুহৃদ কবিতাপ্রেমীদের কাছে হাতেনাতে ধরা-পড়ার সব লজ্জা, সব ভয় এবং সকল আনুষঙ্গিক ত্রুটির দায়দায়িত্ব আমি আমার নিজের কাঁধেই রাখছি।

আবিদ আজাদ

১৫/২২, তাজমহল রোড, ব্লক-সি,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

সূ চি প ত্র

ঘাসের ঘটনা (১৯৭৬)
আজো তুমি ২১
জন্মস্বর ২১
এক কিশোর ২২
ভাটিয়ালি গানের নায়িকা ২৩
নিদাঘে ২৩
গতপ্রেমিকা ২৪
তোমার জন্যে বহুকষ্টে ২৫
শৈশবস্মৃতি ২৫
বোকার ভূমিকা ২৬
ভবিষ্যৎ বাড়ি ২৬
ভয় ২৮
ফেরাও অথবা ভেঙে ফেলো ২৯
এক পঙ্‌ক্তি দুজনের গল্প ২৯
লাটিম ৩১
প্রতিশ্রুতি ৩২
একজন ৩৩
দৃষ্টি ৩৪
হানাবাড়ির গান ৩৪
এক বুধবার ৩৫
জুঁই ফুল নিয়ে একটি কবিতা ৩৬
ছুড়ে দিই হারানো ইস্কুল ৩৭
মেঘদের কামসূত্র ৩৭
তোমার বাড়ি ৩৮
মোমকন্যা ৩৮
এলিজি: আবুল হাসানের স্মৃতির উদ্দেশে ৩৯
শিশুটি শিখুক ৪১
প্রেম ৪১
একটি সকাল ৪২
শব্দ ভুল হলে ৪২
কুহক ৪৩
চুমু ৪৫
বালক ৪৫
বাবার কাছে ৪৫
মাকে বলা ৪৬
বাউল ৪৭
শুকনো হাওয়ায় ৪৭
অবেলা ৫১
প্রত্যক্ষ ৫২
জন্মমৃত্যু ৫২
প্রাকৃতিক ৫৩
বিদ্রুপ ৫৪
যাত্রা ৫৪
আর্তি ৫৫

আমার মন কেমন করে (১৯৮০)
দুঃখ ৫৯
রাফখাতা তোর মনে আছে? মনে আছে? ৬০
হাসনুহানা আমাকে ধমকে দিল ৬০
এক শীতকাল ৬১
হাওয়া ৬২
প্রতিকৃতি ৬৩
খণ্ডদৃশ্য ৬৪
কবি-কিশোর ৬৫

বাসা বদল ৬৫
দুপুর ৬৬
পার করে দিই ৬৭
মনে পড়লে ৬৮
সূর্য ও আত্মার গান ৭১
এইবেলা ৭২
চড়ুই ৭২
তৈলচিত্র ৭৩
দ্বন্দ্ব ৭৩
যাই ৭৪
এলোমেলো এলিজি : হুমায়ুন কাদিরের স্মৃতির উদ্দেশে ৭৫
একই গল্প ৭৭
পুনর্যাত্রার আগে ৭৮
সমুদ্রের ভিতরে মানুষ মানুষের ভিতরে সমুদ্র
ঘুরে-ঘুরে আসে ৮০
বুদ্ধদেব বসু স্মরণে ৮১
হে গোলাপ ৮২
আমার মন কেমন করে ৮৩
স্বপ্নে ফিরি ৮৩
আমি নই ৮৪
প্রাকবৈবাহিক ৮৫
তুমি সুখী হবে ৮৬
জন্মান্ধ ৮৬
মানুষের হাত ৮৬
তুমি আর একটু বসো ৮৭
দাম্পত্য ৮৮
সমালোচকদের উদ্দেশে ৮৯
তুমি তো আছ ভাল? ৮৯
প্রতিজ্ঞা ৮৯

বনতরুদের মর্ম (১৯৮২)

আমাদের কবিতা ৯৩
আমার কবিতাগুলি আর কারো নয় ৯৩
নিঃসঙ্গ ভোজ ৯৪
ইলিশ ৯৫
গোধূলির হত্যাকাণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংলাপ ৯৭
ছুঁচোটাকে দেখি, নুলোটাকে দেখি ৯৮
বৃষ্টি ৯৮
এক দশকের বেদনা সংক্রান্ত ১০০
বাড়ি মানে ১০১
কবিতা ১০১
যে শহরে আমি নেই আমি থাকব না ১০২
গতানুগতিক ১০৫
কবিতার মতো ১০৫
যে খাদ্যে উদাত্ত অসীম সৌরভ নেই
হাতছানি নেই সুদূরের ১০৬
মাকড়সা ১০৮
চা ১০৯
থিম ১১১
বিমানবালা ১১২
অন্যঘরে ১১৩
আমি বলছি কিচ্ছু হবে না ১১৪
ছোটগল্প ১১৬
তুমি ১১৬
নির্মিত কুহারে যেন পাই আবক্ষ বাংলাদেশ ১১৭
তোমাকে দেখিয়ে দিই ১১৮
দেখে এলাম ১১৯
শব্দ চাই, শব্দ হোক ১২০
ওরা তিনজন ১২১
দেখা হবে ১২২
ঝরা ১২৪
আরেক রকম নির্মমতা ১২৪
ক্রাইম রিপোর্ট ১২৬
পত্রিকায় বালকের করুণ মৃত্যু সংবাদ পড়ার পর ১২৬
টাকা চাই ১২৮

শীতের রচনাবলি (১৯৮৩)

একটি ছুটির দিন ১৩৩
গাছের আবৃত্তি ১৩৩
অভিজ্ঞতা ১৩৪
সে ১৩৫
জন্ম ১৩৭
পেলাম না ১৩৮
কাল আবার আমি গিয়েছিলাম ১৩৮

একটি পাতা ১৩৯
বেয়ারিং ১৩৯
হাত ছেড়ে দেওয়ার গল্পকাহিনি ১৪০
জ্বরের কবিতা ১৪১
কবিতার বিষয়বস্তু ১৪২
মুহূর্তের অদৃশ্য কাঁথায় ১৪৩
অধ্যাপক ১৪৩
সেই পাখি সেই হিলস্টেশন ১৪৪
খিড়কি ১৪৪
পল্লিকবির মহাপ্রয়াণে ১৪৫
নেই ১৪৬
এলিজি : নজরুল ইসলামের স্মৃতির উদ্দেশে ১৪৬
এই বাগানের আর সকলেই ১৪৭
মৃত্যুন্মুখ কিশোর : তার জন্যে আনা
কমলালেবুর প্রতি ১৪৮
দিঘি ১৪৯
খরা ১৪৯
ভ্রমণকাহিনি ১৫০
দাগ ১৫২
শেষের কবিতা ১৫২
মৃত্যু ১৫৩
পাসপোর্ট চাই ১৫৪
মন বলছে রাজশাহী যাই, রাজশাহী যাই ১৫৪
ফোন করে এসো ১৫৭
মনে হয় ১৫৮
একটি নির্দলীয় কবিতা ১৫৯
চৌদ্দটুলি ১৫৯
রানু ১৬১

আমার স্বপ্নের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি (১৯৮৭)
আমার কথা ১৬৫
সুঁই ১৬৬
একটি ফুলও ১৬৭
বালকের মৃত্যু ১৬৮
উড়িরচর ১৯৮৫ ১৭০
আমাদের মচুকুন্দ যেন প্রাণে বাঁচে ১৭৩
আমার পা ১৭৪
ও গোবিন্দ ১৭৬
বর্ণমালার জন্যে ১৭৭
পাতাগুলো ১৭৮
উলঙ্গ-রাজা ও হেঁড়ে-গলার গায়কের আঁতাত ১৭৮
অধঃপতনের কবিতা ১৮১
একদিন এই কবিতা ১৮১
এক ধানকন্যার উপাখ্যান ১৮২
হে প্রকৃতি ১৮৩
ফুল নিয়ে আরো একটি কবিতা ১৮৪
ডিসেম্বর, ১৬, ১৯৭২ ১৮৫
তোমাদের শেষ নেই আছে শুরু শিশিরে
জ্যোৎস্নায় ১৮৫
৫ই মে, ১৯৭৯, মধ্যরাত্রি ১৮৬
যদি কবিতা লিখতে পারি ১৮৮
গ্রেনেড ১৮৯
এখন যে কবিতাটি লিখব আমি ১৯০

ছন্দের বাড়ি ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৭)
ছন্দের বাড়ি ১৯৭
আরো একটি ভালবাসার কবিতা ২০৬
একাঙ্কিকা ২০৭
কবিতা ২০৭
কাকতাড়ুয়ার গান ২০৮
একবসায় লেখা ২০৮
আগামী জন্মের বুকে স্তব্ধতাকে এভাবে
জাগাও ২০৯
হাবীব ভাই, পড়ে দেখেবেন এই কবিতাটি ২১৩
ছিলাম ২১৫
গুডবাই রবীন্দ্রনাথ ২১৬
উত্তর তিরিশ ২২০
কোনো মহিলার জন্যে এগারোটি প্রেমের
কবিতা ২২৩
একটি রহস্যোপাখ্যান ২২৯
উড়ে যাবে তর্কে বহুদূর ২৩১
কবিতার চারা ২৪০

**তোমাদের উঠোনে কি বৃষ্টি নামে?
রেলগাড়ি থামে? (১৯৮৮)**
মনে পড়ে ২৪৩

লিপোগ্রাফ ২৪৩
কুকুর ২৪৫
বিল ও শালকুপাতা ২৪৫
দৃশ্যের গভীরে ২৪৬
তুমি নেই বলে ২৪৭
গোলাপ-প্রসঙ্গ ২৪৭
মহিলা ও করমচার গাছ ২৪৮
দুর্বলতা ২৪৯
ছিদ্রান্বেষীদের জন্য একটি কবিতা ২৪৯
একটি পাখির মৃত্যু ২৫০
তোমার নিস্তার নেই ২৫১
আরো একটি স্কেচ ২৫৩
যদি যাই ২৫৩
চারা ২৫৪
সারা দিন ২৫৭
আমার ছেলে ২৫৭
রিব্যান্ডেজ ২৫৮
অভয়ারণ্য ২৫৯
নূপুরের জন্যে ২৬০
এখানে ২৬১
ভালবাসা বিষয়ক কয়েক পঙ্‌ক্তি ২৬২
জীবন ও কুকুর ২৬৩
রোগশয্যায় ২৬৩
পাখিরা ২৬৫
ডালিমের নিজস্ব সংবাদ ২৬৬
তোমার বুড়ো পিয়নের জন্যে ২৬৬
তোমার সঙ্গে যে-যে প্রসঙ্গ নিয়ে
আজ আমার কথা হতে পারতো ২৬৭
তরুণ মৌলভি : একজন মহিলার প্রতি ২৬৮
যা কিছু চাই নগদ চাই ২৭০
অসুখ ২৭১
তোমাদের উঠোনে কি বৃষ্টি নামে? রেলগাড়ি
থামে? ২৭১
আমি একা ২৭৫
সাদা কবিতা ২৭৬

আমার কবিতা (১৯৮৯)
কবিতাজন্তু ২৭৯
যা কবিতা তাই কবিতা ২৮০
সকল প্রশংসাই কবিতার ২৮২
আমার কবিতার 'তুমি' শব্দটিকে নিয়ে ২৮২
আমার পাঠিকা ২৮৪
আমার কবিতা সম্পর্কে ২৮৫
এক মহিলার আত্মহনন ২৮৬
কবিতার দিকে ২৮৯
আমার কবিতার রহস্য ২৯০
আমার কবিতার মধ্যে তোমার ঘর তোমার
সংসার ২৯১
তখন তোমাকে দেখে আমার কবিতা ২৯২
আমার কবিতা ২৯৪
সাক্ষাৎকার ২৯৪
কবিতা লেখার আগে ও পরে ২৯৬
যখন লিখতে বসি ২৯৭
কেন লিখি ২৯৯

খুচরো কবিতা (১৯৯০)
মুখবন্ধ ৩০৩
পড়ে থাকি যেন মনে নিজস্ব অন্তরে ৩০৩
ফর্শা ৩০৪
নৈশভোজ ৩০৪
বৃষ্টির ফোঁটা ও পাতাবাহার গাছ নিয়ে ৩০৫
কবুতর ৩০৫
দেখে-দেখে লেখা ৩০৬
সহজ কবিতা ৩০৭
ঢাকা ৩০৮
গাভি ৩০৯
ফাল্গুন ৩১০
ঝাপসা ৩১০
একটি গোলাপের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি
সেদিন ৩১১
আমার ৩১২
শীত আমার কবিতার ঋতু ৩১৩
সম্পর্ক ৩১৪
এখন ৩১৫
বিড়ালের কাছে ৩১৬
নভেলা ৩১৬

টানাপোড়েন ৩১৭
উঠোনে গাছ ৩১৮
মোরগ ৩১৮
চাঁদ ও ঘোড়া ৩১৮
শেষমেশ ৩১৯
নামো ৩২০
তেলাপোকা ৩২০
১৯৭৩-এ লেখা কবিতা ৩২১
ভোরবেলা, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৮৭
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ৩২১
পারা না-পারা ৩২২
খুঁতখুঁতে পাঠিকা আমার ৩২৩
তারা ও মানুষ ৩২৪
প্রেমের কবিতা ৩২৫
নিমফলগুলো ৩৩২
দৃশ্য ৩৩৩
টুথব্রাশ ৩৩৩
শেষ ৩৩৪
ছাগল ৩৩৪
মেশিনপুরাণ ৩৩৫
স্ক্রু ৩৩৭
৩ অক্টোবর, ১৯৮৭ ৩৩৮
পাদুকাখ্যান ৩৩৮
অলস একগুচ্ছ কবিতার প্রদর্শনীর
আমন্ত্রণলিপি ৩৩৯

আরো বেশি গভীর কুয়াশার দিকে (১৯৯৩)
আমার রুটিন ৩৪৩
নিজের সঙ্গে ৩৪৪
সাবেকি ৩৪৫
আবহমান ৩৪৬
ফাল্গুনে ৩৪৭
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩৪৮
এক সন্ধ্যার স্মৃতি ৩৪৯
কন্যাকে ৩৫০
আরো একটি পদ্য ৩৫১
কবিতা ৩৫২
তোমার চিঠিগুলো ৩৫২
কোজাগরি পদ্য ৩৫৩
২৭.১১.৯০-এর রাত ৪-৩০ মিনিটে লেখা ৩৫৪
কিশোরগঞ্জের বিষণ্ন চিবুকের সেই মেয়েটি ৩৫৫
কোকিল ৩৫৬
খেই ৩৫৭
নারী ৩৫৮
বোতাম ৩৫৮
মা ৩৫৯
আমার অটোগ্রাফ নিতে এসেছে ৩৬০
আপার জন্য ৩৬২
চিড়িয়াখানায় ৩৬৩
বৈশাখের স্মৃতি ৩৬৪
লতিফ সাহেবের অবসরপ্রাপ্ত জীবনের শেষ
দিনগুলো ৩৬৪
আমার বাড়ি ৩৬৭
কুয়াশা ৩৬৮
কায়েস আহমেদের স্মৃতি নিয়ে ৩৬৯
জীবনসঙ্গিনী ৩৭০
তোমার ছবির সামনে ৩৭০
বৃষ্টি নিয়ে ৩৭১
আমার রসুল ৩৭২
ভেবে দেখ ৩৭৩
প্রভু আমার ৩৭৪
উত্তরাধুনিক কবিতা ৩৭৫
সমকালীন বাংলা কবিতার প্রতি ৩৭৫
নজরুল এবং একটি লাল চিরুনি ৩৭৬

কাটপ্রোজ বা চিলতে গদ্য সিরিজের
কবিতা (১৯৯৫)
১-২৮ ৩৮১-৩৯৭

আমার অক্ষমতার গল্প (১৯৯৮)
আমার অক্ষমতার গল্প ৪০১
খটকা ৪০৩
কবিতা কোথায় থাকো তুমি? ৪০৪
নন্দনতত্ত্ব ৪০৫
এলিজি : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির
উদ্দেশে ৪০৬

ভূত ও পেতনিদের নিয়ে ৪১২
তোমারই প্রশস্তি সব ৪১৮
মুক্তিযুদ্ধোত্তর প্রজন্মের গান ৪১৯
আরো একটি জটিল পদ্য ৪২০
স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে লেখা একটি দৃশ্যকাব্য ৪২০
হেমন্ত বিষয়ক কবিতার খসড়া ৪২১
রাশেদ খান মেনন গুলিবিদ্ধ হবার পর ৪২২
বাবার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ৪২৩
শেফালির কথা ৪২৫
বিজয় কোথায়? ৪২৫
সাত পঙ্‌ক্তির স্বাধীনতা ৪২৬
বিজয় দিবসের প্রাক্কালে জনৈক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এক বস্তিবাসী ৪২৭
বয়সের দোষ ৪২৮
বিজয়, ফিরে আয় ৪২৯
আমি এখন বৃষ্টির ফোঁটা দেখছি ৪৩০
বিজয়ের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে ৪৩১
দুই পঙ্‌ক্তির পাঁচটি ৪৩২
সাজেদাকে নিয়ে ৪৩৩
শহিদ মিনারের স্বপ্ন ৪৩৪
একুশের কবিতা ৪৩৫
সংসার ৪৩৫
বিজয়ের লাশ ৪৩৫
বৈশাখ ৪৩৭
আমার কবিতার প্রকৃত মূল্যায়নের আগে ৪৩৮

খেলনা যুগ ও অন্য একুশটি কবিতা (২০০০)
খেলনা যুগ ৪৪৩
একটি বেবি সাইকেল নিয়ে ৪৪৪
জাকারিয়া শিরাজীর জন্যে ৪৪৫
জাদুর রুমাল ৪৪৬
বসন্তের কবিতা ৪৪৭
একটা সাদামাটা খুনের গল্প ৪৫০
ফিঙে ৪৫১
বৈশাখের জন্য সাত পঙ্‌ক্তি ৪৫২
লোক-সংগীত ৪৫২
আমার কারবালা ৪৫৪
জাদু এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বপ্ন ৪৫৪
কমলাপেল ৪৫৬
এই শহরে একটা কিছু হবে ৪৫৭
হাতের চাকরি চলে গেলে ৪৫৭
খেলনা যুগের গান ৪৫৮
ইয়েস স্যার ৪৫৯
নিঃসঙ্গ ৪৬০
এবার শীতে ৪৬১
তিন পঙ্‌ক্তির পাঁচটি ৪৬২
আমাদের ভালবাসা ৪৬৩
বিড়াল ৪৬৫
২০০০ ৪৬৫

কবিতানাট্য
লাল চোখ ৪৬৯
সুন্দর ৫০৩

কে যেন ধানের কথা বলে (২০০৪)
আমি যদি গাছ হতাম ৫১৭
কে যেন ধানের কথা বলে ৫১৭
কবি ৫২০
এক সময় ভাবতাম ৫২১
শরৎ এবং আমার গল্প ৫২২
হাত ৫২৪
কুড়িগাই ৫২৫
সৈয়দ আলী আহসানের স্মৃতি ও কবিতা নিয়ে ৫২৬
কোরিওগ্রাফি ৫২৮
এলিজি : সানাউল্লাহ নূরীর স্মৃতির উদ্দেশে ৫২৮
কবিতার কথা ৫৩০
জুতা কাহিনি ৫৩১
কোথায় সেই দিন আর রাত্রিগুলো ৫৩৩
বৈশাখী ভাবনা ৫৩৩
আমি শুনি ৫৩৪
ঊনপঞ্চাশ ৫৩৫
এলিজি : কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর স্মৃতির উদ্দেশে ৫৩৬
শীতে ৫৩৭

নানদৌলার নুরুন্নাহারের স্বাধীনতা ৫৩৭
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিনের সঙ্গে
কথোপকথনের প্রসঙ্গ ধরে ৫৩৮
স্মৃতিস্তম্ভ তুমি কি জীবিত? ৫৪০
হলফনামা ৫৪০
বৃষ্টির কথা ৫৪১
হৃদয় ৫৪৩
ছোটগল্প ৫৪৪
মুনিয়া ৫৪৫
নজরুলের অনাবিষ্কৃত একটা ডায়েরি নিয়ে ৫৪৬
রূপসী বাংলা ৫৪৬
পঞ্চাশতম জন্মদিনে ৫৪৭

আমেরিকা, আমি তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা করব না (২০০৫)

নোসিয়া ৫৫১
গুচ্ছ হয়ে থাকার স্মৃতি ৫৫২
স্নান ও গোসল বিষয়ক ৫৫২
পিঁপড়ের সঙ্গে ৫৫৩
বৃষ্টি ৫৫৪
মিল-অমিলের খেলা ৫৫৪
বৈশাখের লেখা ৫৫৫
একটি মেয়ের গল্প ৫৫৬
বন বিষয়ক পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ ৫৫৭
পেপারওয়েট ৫৫৮
স্বাধীনতার কথা ৫৫৯
বন্ধু আবুল আহসান চৌধুরীর জন্য ৫৫৯
সৈয়দ আলী আহসান ৫৬১
মুক্তিযুদ্ধের কবিতা ৫৬১
কবিতাখণ্ড : বসন্তের ৫৬২
এলার্জি ৫৬৩
রবীন্দ্রনাথের প্রতি ৫৬৩
একটি হাইব্রিড কবিতা ৫৬৫
লিরিক ৫৬৬
এক প্রেমিকের ডায়েরি থেকে ৫৬৬
মল্লিক সাহেবের ময়না ৫৬৭
আমার স্ত্রীকে নিয়ে ৫৬৯
কারো উদ্দেশে নয় ৫৬৯
শেষমেশ আমিই গঠন করব একটা তদন্ত
কমিটি ৫৭০
বর্ণনা ৫৭১
নজরুলের কাল ৫৭২
সিকদার আমিনুল হকের স্মৃতির উদ্দেশে ৫৭৩
আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ৫৭৪
বন্যা, ২০০৪ ৫৭৫
ত্রিদিব দস্তিদারের জন্য ৫৭৫
১৭ ডিসেম্বর, ২০০৪ ৫৭৬
ও ভাবিজান সত্যি তুমি চিনতে পেরেছিলে? ৫৭৭
আমার মাফলারগুলি উড়ে যাক মাফলারের
বনে ৫৭৮
আমেরিকা, আমি তোমাকে কোনোদিন ক্ষমা
করব না ৫৭৮

হাসপাতালে লেখা (২০০৫)

আমাকে অনবরত টানে ধু ধু এক প্রান্তরের
সম্ভাবনা ৫৮৩
এইসব লেখা ৫৮৩
হাসপাতালে লেখা-১ ৫৮৪
হাসপাতালের কম্পাউন্ডে একটি সবুজ গাছ
দেখে ৫৮৪
হাসপাতালে লেখা-২ ৫৮৫
৬০৩ নম্বর কেবিন ৫৮৬
স্পষ্ট হচ্ছে ৫৮৭
আমি কবিতা বিক্রি করে খাব ৫৮৭
এক বন্ধুর আনা আপেল দেখে ৫৮৮
শরতে ৫৮৮
আকাশ ছড়ানো ৫৮৯
কলকাতা ৫৮৯
কার্বনডাই অক্সাইড ডিফিউশন টেস্ট ৫৯০
ফারের লংকোট পরে দাঁড়িয়ে আছে শীত ৫৯১
হাসপাতালে আজ আমার একক কবিতা
উৎসব ৫৯২
আট লাইন ৫৯২
মৃত্যুর হাত ৫৯৩
লখিন্দর ৫৯৩
সাহস ৫৯৪

শেষ ৫৯৪
জলের বর্ণনা ৫৯৫
শামসুর রাহমান ৫৯৫
জেগে ওঠো, কিন্নর ৫৯৬
কাগজের নৌকো ৫৯৭
খণ্ড ৫৯৯
খুন ও কবিতা ৬০০
দেওদার গাছের শীর্ষে রোদ তবু খাড়া ৬০১
প্রাগুক্ত ৬০১
উৎসর্গ ৬০২
বালক ৬০২
দূরে নয়, কাছেই কোনোখানে ৬০৩
ছন্দ ৬০৪
ঋণ চাই ৬০৪
বাড়ি ও কুহক ৬০৫
আমার ঠিকানা ৬০৫
রূপকথা ৬০৬

ঘাসের ঘটনা

আজো তুমি

বুক থেকে অবিস্মরণীয় মৌনতার লতাতন্তু ঝরাতে-ঝরাতে চলে গেছ তুমি।
আমি পড়ে আছি অপাঙ্গেবিদীর্ণ হতশ্রী বাড়ির মতো একা আকণ্ঠবিরহী এই একা আমি
শুভ্র নির্জনতাধৌত পথের রেখার পাশে পড়ে আছি অনুজ্জ্বল আরেকটি ম্লান রেখা
শুধু।
তোমার পায়ের রূপ বুকে নিয়ে এই আমি দিকচিহ্নলুপ্ত প্রাণের মলিন জীর্ণ পরিধানটুকু
নিয়ে রয়ে গেছি।
তোমার জীবন আজ চারিদিকে বস্তুর জীবনে, তোমার হৃদয় আজ আকরিক লোহায়,
দস্তায়, টিনে।
আজো তুমি প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের চেয়ে আরো বেশি গভীর প্রকট চাহিদার মতো
লেগে আছ।
তুমি চলে গেছ যতদূর ভালবাসা যায় তার চেয়ে বেশি ভালবেসে ভালবাসিবার সুযোগ
না দিয়ে চলে গেছ।
তোমার যাওয়ার স্মৃতি ছাড়া আমার পশ্চিমে-পূর্বে, উত্তরে-দক্ষিণে আর কোনো দিক
নেই
আর কোনো মাঠ নেই, আলো নেই, হাওয়া নেই, খোলামেলা চাওয়া-পাওয়া নেই।
তুমি চলে গিয়ে আজো আক্রমণ করো, আজো তুমি প্রয়োজন সৃষ্টি করে চলো...।

জন্মস্বর

স্বপ্নের ভিতরে আমার জন্ম হয়েছিল

সেই প্রথম আমি যখন আসি
পথের পাশের জিগা-গাছের ডালে তখন চড়চড় করে উঠছিল রোদ
কচুর পাতার কোষের মধ্যে খণ্ড-খণ্ড রুপালি আগুন
ঘাসে-ঘাসে নিঃশব্দ চাকচিক্য-ঝরানো গুচ্ছ-গুচ্ছ পিচ্ছিল আলজিভ
এইভাবে আমার রক্তপ্রহর শুরু হয়েছিল
সবাই উঁকি দিয়েছিল আমাকে দেখার জন্য
সেই আমার প্রথম আসার দিন
হিংস্রতা ছিল শুধু মানুষের হাতে,
ছিল শীত, ঠাণ্ডা পানি, বাঁশের ধারালো চিলতা, শুকনো খড়
আর অনন্ত মেঝে ফুঁড়ে গোঙানি—

আমার মা
স্বপ্নের ভিতর সেই প্রথম আমি মানুষের হাত ধরতে গিয়ে
স্তব্ধতার অর্থ জেনে ফেলেছিলাম,
মানুষকে আমার প্রান্তরের মতো মনে হয়েছিল—
যে রাহুভুক।

অন্যমনস্কভাবে আমার এই পুনর্জন্ম দেখেছিল
তিনজন বিষণ্ন অর্জুন গাছ।
সেই থেকে আমার ভিতরে আজো আমি স্বপ্ন হয়ে আছি—

মা, স্বপ্নের ভিতর থেকে আমি জন্ম নেব কবে?

এক কিশোর

এক কিশোর আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছিল
ছোটখাটো জলডাকাতি, নিশ্চুপতা ছোঁয়া
ভেলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া, সাঁতার নিয়ে ভাসা
ভুলতে পারা সহজে আর সুদুর্লভ সবই
পাওয়ার তরে স্বপ্নদেখা, বিষণ্নতা লোভী
এক কিশোর আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছিল।

বাগানে কারা বেড়াতে আসে, সম্ভ্রান্ত ফল
পাতায় অনাবরণ সাদা হাতের করতল
ফিরিয়ে দিলে কী করে মুখ ফেরাতে হবে হেসে
একমুষ্টি ধুলোর দয়া বুকের নিচে নীল
এক কিশোর আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছিল।

সঙ্গদোষ, সঙ্গদোষ সারাটি দিন শেষে
বাড়ির কাছে এসেই পথে হাতটি ছেড়ে দিয়ে
সন্ধ্যাবেলা অন্ধকার অন্তঃপুরে ঘুরে
দাঁড়িয়ে সেই বিজলি-ছলাৎ দ্বন্দ্বহীন দূরে
এক কিশোর আমাকে সব চিনিয়ে দিয়েছিল।

ভাটিয়ালি গানের নায়িকা

আন্ধারের শাড়িটি পরো, দেউড়িভাঙা বাড়ি
তাহলে আর তোমাকে দেখবে না
পাশব কালো জলের মতো বেপারিদের ভিড়
টাকায় যারা তোমাকে আজ বর্গা নিতে চায়।

বেগানা পাখি কত যে মন্তব্য জানতো সে
চোখের ধার লাঙলে যার গিয়েছ ফিরে-ফিরে—
তোমার নামে গাছের ছায়া পুষত দিঘি ঘিরে
বেকার সেই শহরে গেল কাজের সন্ধানে।

তোমার দেহ হাওর, আর মন
অর্চনার ডালটি, স্মরণীয়া :
ফেরে না ও যে নৌকা বিবাগীয়া—
কে যেন এল দোচালা ছায়া পড়ে।

জ্যোৎস্নারাতে কলার পাতা ছিঁড়ছে যন্ত্রণা
হৃদয়কালা তোমাকে আর না দেয় যেন মরার মন্ত্রণা।

মেহেদি গাছে পিঁপড়েগুলো তোমাকে দেখে ঝরে
হারানো চর জাগিবে কবে, তারিখ বুঝি এল
ধানের জমি তুলে না মাথা, নিরাক নামে ঘরে...

আন্ধারের শাড়িটি তুমি এখনি পরে ফেলো।

নিদাঘে

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
মরিচ গাছের পাতায়
দুটি লাল ডেয়োপিঁপড়ের ভাস্কর্য।

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
অলস মিথুন-মূর্তি
নির্লিপ্তির নিখুঁত পারম্পর্য।

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
অবশেষে ঝরে যায়।

রোদ্দুরে দোলে রোদ্দুরে দোলে
বাড়িটার ক্ষীণ কোমরে ঐ
মাথা গুঁজে থাকা ছায়ার শাখায়
এলেবেলে দুটি তালচড়ুই।

চোখের ছিলায় দিন ছলকায়
বেলা যায় বেলা যায়...।

গতপ্রেমিকা

বিষণ্ণতায় ধোয়া মোছা দিন, চিবুক নোয়ানো ঝোরা
ঝরছে হাওয়ায় শজিনার বনে পল্লব-পলিথিন
আমার স্মারক নীলিমাপ্লুত ফণিমনসার চূড়া—
অবসর ওগো অবসর ওগো বিপুল সুদূর দিন।

ছায়া-ফোটা আঁখি, মনোরম ছিঁড়ে চলে যায় বিব্রত
তুমি দেখলে না তুমি দেখলে না নিরিবিলি উন্মুখ,
নির্মীয়মাণ শিশিরে জড়ানো অসুখী পাতার মতো
বাতাসে উল্টে চেয়েছিল তার অর্ধশায়িত মুখ—

ইশারা নামানো অযুত প্রহর, নায়িকার নিরবধি
কথক আকাশ প্রগলভতায় চোখে-চোখে গেছে থামি—
শুধাই এখন তোমার বিরতি খোঁপা হয়ে ওঠে যদি
বহুদিন তুমি ভুলে গেছ যাকে সে কি আমি? সে কি আমি?